

Visit Our Website :  
natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ নভেম্বর, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১৪ নভেম্বর, ২০২২, সোমবার, ২৭ কার্তিক, ১৪২৯



বর্ধমানে পুস্তক স্টলের উদ্বোধন করছেন দীপ্তিতা ধর। সংবাদ চারের পাতায়

## নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালিত জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ নভেম্বর : ১০৬ তম নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালিত হল জেলা জুড়ে। পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদান, পথসভা, হল সভা, আলোচনাসভা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জেলার সর্বত্রই পালিত হয়েছে নভেম্বর বিপ্লব দিবস। দিন সকালে সর্বত্র পতাকা উত্তোলন ও শহিদবেদিতে মাল্যদান হয়। সকালে বর্ধমান শহরের প্রতিটি এলাকায় এই কর্মসূচি হয়। সিপিআই(এম) জেলা দপ্তরে পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা অরিন্দম কোণ্ডার। সংক্ষিপ্তভাবে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার, তাপস চ্যাটার্জী, সমর ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সি.আই.টি.ইউ ও কৃষকসভার দপ্তরের সামনেও অনুরূপ পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন বিকেলে বর্ধমান রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে নভেম্বর বিপ্লব দিবসের আজকের দিনে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার রাজ্য



বর্ধমানে নভেম্বর বিপ্লব দিবসে আলোচনা করছেন অমল হালদার।

সম্পাদক অমল হালদার। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার। উপস্থিত ছিলেন অপরূপ চ্যাটার্জী, নজরুল ইসলাম, তরুণ রায় প্রমুখ। আলোচনা সভা আয়োজন করে সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-১ ও শহর-২ এরিয়া কমিটি।

গলসী-২ এরিয়া কমিটির গলসী ও কুলগড়িয়া সিপিআই(এম) দপ্তরে এবং পরদিন গলসী-১ এরিয়া কমিটির বৃন্দাবন

দপ্তরে ‘নভেম্বর বিপ্লবের পটভূমিতে আমাদের কাজ’ বিষয়ে হলসভা অনুষ্ঠিত হয়। গলসীতে সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক সৈয়দ হোসেন ও বাকি দুটিতে জেলা কমিটির সদস্য সাইদুল হক আলোচনা করেন ও পথনির্দেশ দেন।

দুটি দপ্তরেই রক্তপতাকা উত্তোলন করে শহিদ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

## খেত-খামার, মাঠে-ময়দানে আলোড়ন তুলছে শ্রমিক-কৃষকের পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ নভেম্বর : নানা ছমকি-শাসানি, বাধা উপেক্ষা করেই পূর্ব বর্ধমান জেলার সন্ত্রাস-কবলিত এলাকাগুলিতে পদযাত্রা চলছে। মস্তেস্তরে পদযাত্রা সংগঠিত হয়। পদযাত্রীদের দৃঢ়তায় তৃণমূলের বাধা পদযাত্রায় কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। পঞ্চায়েতে ব্যাপক লুটের বিরুদ্ধে, ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু করা ও বকেয়া মজুরি প্রদানসারের কালোবাজারি ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, গ্রামের বেহাল রাস্তা সংস্কার সহ বিভিন্ন দাবিতে এদিন সকাল থেকে শুশুনিয়া পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে ‘মইদুল ইসলাম মিন্দা জাঠা’ পরিক্রমা করে। তুল্য গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে ভাণ্ডারপুর ঘুরে মিছিল তুল্য বাজারে প্রবেশ করে। সেখানেই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী দলবল নিয়ে মিছিল আটকায় ও ছমকি দিতে থাকে। মিছিলে আগত পদযাত্রীরা দৃঢ়চিত্তে এই ছমকি ও প্ররোচনাকে অগ্রাহ্য করে, ‘গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও, বাংলা বাঁচাও’ স্লোগান দিতে দিতে সামনে অগ্রসর হয়। এরপরে পশ্চিম খড়মপুর, বাঙুই,



রাজগাছি, মামুদপুর হয়ে গোপালনগর, পরিক্রমার পর সরিষাভাঙা গ্রামে পদযাত্রা শেষ হয়। এই পদযাত্রা উদ্বোধন করেন শ্রমিক নেতা ধর্মদাস চন্দ্র। এছাড়া পথসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা তাহের সেখ, মনোজ মণ্ডল, শরৎ চ্যাটার্জী প্রমুখ।

রবি মরশুমে সারের কালোবাজারী বন্ধ, ১০০ দিনের কাজ চালু করা সহ বিভিন্ন দাবিতে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নাদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পদযাত্রা হয়। গ্রাম জাগাও, চোর তারাও, রাজ্য বাঁচাও স্লোগানকে সামনে রেখে এদিন নাদনঘাট হরিনামতলা থেকে

পদযাত্রা শুরু হয়। এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল সিকদার। এলাকার ১৭টি বৃথ পরিক্রমা শেষে ইসলামপুর চৌরঙ্গী বাজারে পথসভার মধ্য দিয়ে পদযাত্রা শেষ হয়। বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সাখাওয়াত হোসেন, সুশান্ত মণ্ডল, মোস্তাকিন মণ্ডল, সুকুল সিকদার প্রমুখ।

কৃষক সভা, খেতমজুর ইউনিয়ন ও সি.আই.টি.ইউ গলসী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে প্রায় আড়াই শতাধিক মানুষের লাল কাণ্ডায় সুসজ্জিত জাঠা মিছিল

খানো অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। কিশোরকনা হতে শুরু হয় হিট্রা, ঘোষপাড়া, সামড়া, জামাড়া, চান্দা গ্রাম, চান্দা আদিবাসী পাড়া হয়ে ১২ কিমি পথ অতিক্রম করে সাঁকড়াই গ্রামে পৌঁছায়। ওই গ্রাম ঘুরে ওখানেই দুপুরে খাওয়া। মিছিলে পা মেলায় সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, জেলা সদস্য সাইদুল হক, মণিমালা দাস, খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা জাফর আলি, কৃষক নেতা সাইফুল হক, শ্রমিক নেতা মোস্তাক হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জাঠা মিছিলকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি

হয়। কালনা-২ ব্লকের বিভিন্ন বাম গণসংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে এদিন গোবিন্দবাটি গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষক নেতা অশোক ঘোষ। ৮টি বৃথ পরিক্রমা শেষে এই পদযাত্রা শেষ হয় সাধপুকুর গ্রামে।

কালনা ১ ব্লকের দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পদযাত্রা হয়। গ্রাম জাগাও, চোর তারাও, রাজ্য বাঁচাও স্লোগানকে সামনে রেখে নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিপোতা গ্রাম থেকে একটি পদযাত্রা শুরু হয়। এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর। ১৮টি বৃথ পরিক্রমার পর খড়িনান গ্রামে পদযাত্রা শেষ হয়। যে গ্রামেই পদযাত্রা পৌঁছেছে, সেই গ্রামেই মহিলারা শঙ্খ উলুধ্বনি দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পদযাত্রাটি এদিন শুরু হয় রামেশ্বরপুর গ্রাম থেকে। বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা শেষে শিকারপুরে শেষ হয়। —এরপর চারের পাতায়

## কয়লাখনি বাঁচানোর দাবি রানিগঞ্জের পদযাত্রায়

মলয়কান্তি মণ্ডল, রানিগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর : এ পদযাত্রা যেন ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শ্রমজীবী মানুষের মিছিল। গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও, বাংলা বাঁচাও দাবি নিয়ে শুরু হয়েছে রানিগঞ্জের পদযাত্রা। আজ শহিদ সুকুমার ব্যানার্জির মূর্তিতে মাল্যদান করে শুরু হয় পদযাত্রা। বল্লভপুর, নূপুর, সাহেবগঞ্জ, এগারার পর বাঁশড়ায় সারা ভারত কোলিয়ারি মজদুর সভার অফিস থেকে পদযাত্রা আদিবাসী পাড়া, কোলিয়ারির শ্রমিক আবাসন ছুঁয়ে বাঁশড়া গ্রাম পরিক্রমা করে। কয়লাখনি বাঁচাও, কয়লাখণ্ডল বাঁচাও, দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়ার দাবিতে আওয়াজ তুলেছে পদযাত্রীরা।

বেলা গড়িয়ে বিকেলের নরম রোদ গায়ে মেখে সকলের সাজেসাজো রব। ধামসা মাদল নিয়ে আদিবাসীরা ছিলেন



মিছিলের সামনে। ছাত্রযুব, মহিলা, আদিবাসী অধিকার মঞ্চ সহ শ্রমিক, কৃষক-খেতমজুরের লালকাণ্ডার জনস্রোত দেখল কয়লাখণ্ডল। ‘লুটেরাদের উৎখাত করো, জনগণের পঞ্চায়েত

—এরপর চারের পাতায়

## বিজ্ঞান মঞ্চের সমতা কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ নভেম্বর : আজ বেলা ১০-৩০ মিনিট থেকে ৪টা পর্যন্ত জাগরী, গুডশেড রোড, বর্ধমানে শহর মহিলা উপসমিতির পরিচালনায় মহিলা বিজ্ঞান কর্মীদের নিয়ে একটি ‘সমতা কর্মশালা’ অনুষ্ঠিত হয়। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের শিক্ষক অরিন্দম কোণ্ডার সহ জেলা কমিটির এক বাঁক নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সমতা কর্মশালা উদ্বোধন করেন রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তনুশ্রী চক্রবর্তী। পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রতিটি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে জেলা



কমিটির মহিলা সদস্য সহ পাঁচ জন ছাত্রী/শিক্ষিকা/গৃহবধূ মহিলারা এই কর্মশালায় অংশ নেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আজকের এই কর্মশালা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

## ভোট লুট রুখতে গ্রামে গ্রামে জাঠাতে ভয়ের আগল ভেঙে বাড়ছে ভিড়

কিশোর মাকড় : গত পঞ্চায়েত ভোটে নিজের ভোট নিজে দিতে পারেনি। লুট করে পঞ্চায়েত দখল করে মানুষকে পান্ডা দেয় না। সরকারি পাওনা-গণ্ডা পেতে গেলে বখরা লাগে। তাই এবার কোমর বেঁধে একজোট হয়ে ভোট লুট রুখবে। ভেঙেছে আগল। বাড়ছে ভিড়। বড় হচ্ছে জাঠা। আগলার বেথ। কাঁপন ধরছে শাসকের। ভোট লুট আর পঞ্চায়েত লুট রুখতে শাসক দলের মানুষ ও জাঠায় হাঁটছে। উদ্দেশ্য একটাই চোর তাড়াতে হবে পঞ্চায়েত থেকে। সদরের খাজুলি গ্রামের শান্ত শেখ জানানেন গতবার ওদের হয়ে ভোট লুট করেছি। ব্লক নেতা থেকে গ্রামের নেতা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। টাকার পাহাড় জমাচ্ছে আর ছড়ি ঘোরায়ে। এবার শাসক



দলের ক্ষমতা উৎপাটন করতে বৃথ আগলবো। আজোমা বিবি পতাকা উঁচিয়ে বললেন শুনুন আমরা নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। আমরা পাচ্ছি ৫০০ টাকা, আর ওদের ঘরে বস্তা বস্তা টাকা। আর

দিদি যতই হিজাব পড়ুক ভুলছি না। ১০০ দিনের মজুরির টাকা দিচ্ছে না। নেতারা কাজ না করে তাদের ঘরে টাকা ঢুকছে। রাস্তার টাকাও খেয়ে নিচ্ছে। তাই আর নয়। বৃথ আগলে বাড়ির বাঁটা, বটি নিয়ে চোরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হবে।

কৃষক সভা বর্ধমান সদর-১ এর উদ্যোগে জাঠাতে মাঠের কাজ ফেলে যোগ দিচ্ছে চাষি, খেতমজুর। সোনালী ধানের ক্ষেতের মাঝ বরাবর যখন লাল কাণ্ডার জাঠা এগিয়ে চলেছে তখন হেমন্তে মিঠা রোদ গায়ে মেখে লাল সূর্যের আভা ঠিকরে পড়ছে লাল কাণ্ডায়। রাঙিয়ে দিচ্ছে চাষি, খেতমজুর এর মনে। স্লোগান তুলছে কৃষকের ফসলের দাম দিতে হবে, ১০০ দিনের বকেয়া

অবিলম্বে মেটাতে হবে। চোরদের পঞ্চায়েত থেকে শিকড় উবরে ফেলতে হবে।

কৃষক-শ্রমজীবী পদযাত্রা। বর্ধমান সদর-১ ব্লকের ক্ষেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনবাধা গ্রাম থেকে শুরু হয়ে খাঁড়জুলি, নতুনগ্রাম, চান্দাডাঙ্গি, নবীনগর, তেঁতরালা হয়ে ক্ষেতিয়া গ্রামে শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কৃষক-খেতমজুর আন্দোলনে নেতা রাজ্য নেতৃত্ব সৈয়দ হোসেন, গণেশ চৌধুরী। দেবুরায়, মহবুব আলম, মুগাল কর্মকার, হাসনাত জালালি, শ্রীকান্ত ঘোষ, সেখ সালালউদ্দিন, চন্দন সোম, সেখ বশিরুদ্দিন, শৌভিক সরকার, অভিষেক চ্যাটার্জী, চণ্ডীচরণ লেট সহ সমস্ত গণসংগঠনের নেতৃত্ব।



# নতুন চিঠি

১৪ নভেম্বর, ২০২২

## ধ্বংস করবে লুটের ষড়যন্ত্র

ভয় ভাঙছে, সোচ্চার হচ্ছে দাবি। গ্রামে-গ্রামে পদযাত্রা। লাল পতাকায় ঘিরছে গ্রাম। শহরও বাদ যাবে না। আলোড়ন গ্রামে গ্রামে। বামপন্থী শক্তি জেগেছে। শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, মহিলা, যুব, ছাত্র কেউ বাদ নেই। ইস্যু—কাজ চাই। রেগার মজুরি কোথায়? লুটের পঞ্চায়েত চাই না, শাসক দল, প্রশাসন, সরকার সব নষ্ট, সব ভেঙে—আনতে হবে লাল সরকার। সি.আই.টি.ইউ, কৃষকসভা, খেতমজুর ইউনিয়ন পদযাত্রায় ঘুরছে। শাসক ভয় পাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে তারা। কুখ্যাত বাইক বাহিনী গন্ধ শূঁকে ধাওয়া করতে চায়—তৈরি আছে লাল বাহিনী। গড়ে তুলছে প্রতিবাদ। লাল ঝাণ্ডা উড়ছে শিরদাঁরা সোজা করে। জাতি-ধর্ম-ভাষার নামে বিভাজন মোরা সহিবো না, সহিবো না, সহিবো না! শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী দৃঢ় হচ্ছে, জোট বাঁধছে গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষ। শ্রমজীবী গরিব মানুষের ঐক্যই ধ্বংস করবে লুটের ষড়যন্ত্র।

## নকল আলুবীজ পাঞ্জাবের লোগো লাগানো বস্তায় ভরে পাচারের চেষ্টা



নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ নভেম্বর ২০২২ : মেমারির আমদপুরের কাছে শিবদুর্গা হিমঘরে স্থানীয় নিম্নমানের খাওয়ার আলুকে পাঞ্জাব বীজ আলুর বস্তায় প্যাকেটজাত করা হচ্ছিল। স্থানীয় চাষিরা প্রাথমিকভাবে সন্দেহ বীজ আলু হিসেবে বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই এই কাজ করা হচ্ছিল। এলাকার অজ্ঞত আলুচাষি এই ঘটনার খবর পেয়ে শিবদুর্গা হিমঘরে জমায়েত হয়ে হিমঘর মালিকপক্ষকে বিক্ষোভ দেখায়। জানা যায় আলু প্যাকেটজাত করার সময়, এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয়, ব্যক্তির নাম শ্রীকান্ত সরেন। অন্যদিকে শিবদুর্গা হিমঘরে মালিক জয়দেব কুণ্ডু জানান তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না, যদি এরকম কিছু ঘটে থাকে তাহলে তিনি তার ব্যবস্থা নেবেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক আলুচাষি জানান, গত মরশুমে এই রাজ্যে আলুর ফলন কম হয়। হিমঘরে মজুত ক্যাট আলুকেই বীজ আলু হিসাবে চাষিদের কাছে পৌঁছে দিয়ে মুনাফা লোটোর কাজে নেমে পড়েছে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা। কেএফ, এস, জেবি সিম্বলযুক্ত পঞ্জাবের বস্তা, পঞ্জাবের স্টিকার, এমনকি বস্তার মুখ সেলাই করার জন্য যে সুতুলি দড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাও পঞ্জাবের। অর্থাৎ পঞ্জাবের প্যাকেটে, খাবার আলুকে বীজ আলু হিসাবে বাজারে বিক্রি করতে মাঠে নেমে পড়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। মেমারির এই হিমঘরে এই কারবারের সাথে যুক্ত দোষীদের অবিলম্বে থেপ্তার করতে হবে বলে দাবি জানাচ্ছে স্থানীয় আলু চাষিরা। চাষিদের উত্তেজনা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশ মালিক পক্ষ ও উপস্থিত চাষিদের সাথে কথা বলে আশ্বাস দেন ঘটনার তদন্ত হবে এবং মেমারি-১ ব্লক আধিকারিক ও

এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে খবর দেওয়া হবে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য।

আজ সকালে মেমারি-১ ব্লক আধিকারিক ড. আলি মহম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, মেমারি-১ এডিএ আধিকারিক দেবশ্রী দত্ত মোদী, জেলা এগ্রিকালচার মার্কেটিং অফিসার প্রণবেশ ঘোষ, মেমারি-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বসন্ত রুইদাস ও সহসভাপতি সেখ মোয়াজ্জেম সহ মেমারি থানার পুলিশ আধিকারিকরা শিবদুর্গা হিমঘরে পৌঁছায়।

সন্ধ্যায় যে ৪২টি পাঞ্জাবের মার্কাযুক্ত বীজ আলু সহ বস্তা পুলিশ চিহ্নিত করে রেখেছিল সেগুলি মালিকপক্ষ ও চাষিদের সামনে খুলে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং অভিযোগকারী চাষিদের সাথে ও শিবদুর্গা হিমঘরের আর এক মালিক কৌশিক কুণ্ডু সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা আলোচনায় বসেন।

মেমারি-১ ব্লক আধিকারিক ড. আলী মোঃ ওয়ালীউল্লাহ চাষিদের বলেন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে লিখিত অভিযোগ ও তার কপি বিডিও, এডিএ, মেমারি থানা, পঞ্চায়েত সমিতিতে জমা দিতে।

বিশেষসূত্রে জানা যায়, রাজ্যে আলুবীজের এই জালিয়াতরা বেশ আঁচড়াট বেঁধেই কাজ শুরু করেন। ভিনরাজ্যে পাঠানোর নাম করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আলু কেনা হয়। তা রাখা হয় রাজ্যের সীমানার জেলাগুলোর হিমঘরে। এর পর নামি কোনও বীজ সংস্থার বস্তা হাতিয়ে হিমঘরের আলু ভরা হয়। বস্তাবন্দি আলু বীজ পাঞ্জাবের নম্বরের ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয় আশপাশের বীজের বাজারগুলিতে। এর পর চড়া দামে তা চাষিদের বিক্রি করা হয়।

## সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতি : ভারত

শান্তনু কুমার ঘোষ

প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে তাই নয়; রাষ্ট্র এবং বেসরকারি ব্যবসায়কেও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য, বাধ্য করেছে উপযুক্তভাবে ‘উদ্দেশ্যের মিশ্রণ’ প্রস্তুত করা ও তার বাস্তব রূপায়নে ব্রতী হতে। বর্তমান বিশ্ব-অর্থনৈতিক প্রবাহের প্রধান ভাগীদার হল নব কলেবরে আবির্ভূত রাষ্ট্র, বেসরকারি এবং সামাজিক ক্ষেত্রের

### দ্বিবিংশ পর্ব

এই প্রতিষ্ঠানসমূহ। অতএব, ভারত সহ বিশ্ব অর্থনীতির চর্চা ‘সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতি’র চর্চা ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সঙ্গত কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক রূপের এই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। ভারতের ক্ষেত্রেও একথা একই ভাবে প্রযোজ্য।

অন্যান্য বহু দেশের মতো ভারতের সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতির আলোচনা এই দেশের সমবায় আন্দোলনের আলোচনা ব্যতীত অসম্পূর্ণ। তাই এই অর্থনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা সফল ভাবে করার জন্য এ দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস বিবেচনায় রাখা জরুরি। বর্তমান পর্বের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে।

আমরা জানি যে, সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু স্কটল্যান্ডে, ১৭৬১ সালে Fenwick Weavers Society গঠনের মধ্য দিয়ে। যদিও ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইংল্যান্ডের Rochdale Equitable Pioneers Society নামক প্রতিষ্ঠানটিকে অনেকে প্রথম আধুনিক সমবায় হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী। ভারতের অ-মুনাফাভোগী, অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সমবায় সংগঠনের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসাবে ভারতের অর্থনীতিতে সমবায়ের উদ্ভব ঘটান আগে দক্ষিণ ভারতে তথা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধীনস্থ ভূখণ্ডে কৃষি ঋণ ব্যবস্থার প্রয়োজনে ‘Nidhis Mutual Loan Association’ এবং ‘Chit Fund’ নামক অবিধিবদ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। এ ছাড়াও ১৮৯১ সালে পাঞ্জাব প্রদেশে গ্রামের মানুষের যৌথ মালিকানার জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য সমবায় ধাঁচের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। বিভিন্ন লেখা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আনুমানিকভাবে এদেশে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে দক্ষিণাভ্যন্তরে; স্থানীয় মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে। অনাবৃষ্টির দরুন কৃষি পণ্য উৎপাদন অস্বাভাবিক হ্রাস পাওয়া সহ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কারণে ১৮৭৫ সাল এবং তৎপরবর্তী সময়ে একাধিক দুর্ভিক্ষের ঘটনা ঘটে। গ্রামীণ মানুষ তথা কৃষক সমাজ সীমাহীন আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন হয়। দাদন প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন এত তীব্র হয় যে

ইংরেজ সরকার Femine Commission গঠনে বাধ্য হয়। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার বিষয়ে এবং সেই সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য উপযুক্ত পন্থা বা উপায়ের প্রস্তাব করা। এই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, কৃষিক্ষণের ফাঁদ থেকে কৃষকদের মুক্ত করার পন্থা হিসাবে সমবায় ব্যবস্থার অধীনে কৃষিব্যবাস্য প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করেন সেই সময়ে বোম্বাই সরকারের সচিব হিসাবে কর্মরত Sir William Wedderburn (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা)।

এটাই ছিল ভারতবর্ষের মাটিতে সমবায় স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব। যদিও সরকারের ভারতীয় অফিস এই প্রস্তাব নাকচ করে। অবশেষে ১৮৯২ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অফিসার Sir Frederick Nicholson-কে ইউরোপে পাঠানো হয় সেখানকার সমবায়ের গঠন ব্যবস্থা নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রস্তাব ছিল জার্মান সমবায়ের আদলে Rural Cooperative Credit Society গঠন করার পক্ষে।

এটিই ছিল ইংরেজ সরকারের উদ্যোগে সমবায় স্থাপনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এবং সেই অনুযায়ী ও Indian Famine Commission -এর পরামর্শ মেনে ১৯০১ সালে সমবায় আইন তৈরির উদ্দেশ্যে Sir Edward Law -এর নেতৃত্বে সরকার একটি কমিটি গঠন করে। ফলস্বরূপ ১৯০৪ সালে Cooperative Credit Societies Act নামে প্রথম ভারতীয় সমবায় আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে নগর ভিত্তিক সমবায় ও গ্রামীণ সমবায় গঠনের জন্য আইনি ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সুনির্দিষ্টভাবে গ্রামীণ সমবায়ের ক্ষেত্রে মুনাফা বিতরণ নিষিদ্ধ করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে নগর-কেন্দ্রিক সমবায়গুলির ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে মুনাফা বিতরণের আইনি মান্যতা এ দেশে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় থেকেই ছিল যা পরবর্তী কালে সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত।

পরবর্তীকালে ভারতীয় সমবায় সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক তথা আইনগত ব্যবস্থা এবং কাজের ক্ষেত্রের নিরিখে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। পরবর্তী পর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

১ নতুন চিঠিতে প্রকাশিত “হে বখির, অবিধিবদ্ধ বিশ্ব! হও বাধ্য” প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।।

২ এ

৩ “The Indian Social Enterprise Landscape—Innovation for an Inclusive Future” published by BertelsmannStiftung.

৪ <https://www.drishtias.com/to-the-points/paper3/cooperative-movement-in-india>.

<https://sikkim.gov.in/departmen/departmenutdetails?url=Menu%3Dcooperation-department%2Fhistoryon>



আউসগ্রামের দেবশালা অঞ্চলে পদযাত্রা



# প্রথম অলিম্পিকে ডাক পাওয়া তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র আজ কোথায়?

ইতিহাস বইয়ে সেরকম নাম খুঁজে পাওয়া যায় না, ইলা মিত্র নাম নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় না আলোচনাসভাগুলো থেকে ইউনিভার্সিটি ডিবেটগুলোতেও। তবুও প্রথম অলিম্পিকে কল পাওয়া বাঙালি কন্যাকে স্মরণ করতেই হবে ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ ফেমিনিস্ট আইকন হিসাবে।

ইলা মিত্র তাঁর ছাত্র অবস্থায় ছিলেন দক্ষ এথলিট। খেলতেন ব্যাডমিন্টন ও বাস্কেটবলও। সেই সময়েই তাঁর বাড়ি ভরে উঠতে থাকে ট্রফিতে। ১৯৩৭-১৯৩৮ সালে স্পোর্টস ক্লাব জাতীয় যুব সঞ্চ বাংলায় মেয়েদের মধ্যে "Successive Junior Championship Title" পুরস্কারে পুরস্কৃত করে।

১৯৪০—জাপান অলিম্পিকে অংশগ্রহণের জন্য ডাক পান ইলা মিত্র। সংবাদপত্রগুলি হেডলাইনে লেখে—“প্রথম বাঙালি কন্যা হিসাবে অলিম্পিকে ডাক পেলেন ইলা মিত্র”। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য স্থগিত হয় সেবারের অলিম্পিক। ইলা মিত্রের অলিম্পিকে যাওয়ার স্বপ্নের ইতি সেখানেই।

ইলা মিত্রের আদিবাড়ি ছিল যশোরের বাণ্ডিয়া গ্রামে। এরপরেই ছাত্রজীবন থেকে ইলা মিত্রের জীবনে আসতে থাকে রাজনৈতিক বাঁক। বাংলা সাহিত্য নিয়ে বেথুন কলেজে ভর্তি হয়েই ইলা মিত্র যোগদান করলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। যুক্ত হলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাথেও। আন্দোলন করেন রাওয়াল বিল, হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় শোষণ বাড়তে থাকে কৃষকদের উপর। সেই সময় থেকে কৃষক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়তে থাকেন ইলা মিত্র।

১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রের জীবনে এলো ভালোবাসা। জমিদারবাড়ির ছেলে হওয়ার পরেও সক্রিয় ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও ইলা মিত্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমর্থক রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সাথে বিয়ে হল তাঁর।

বিয়ের পর সাময়িক বিরতি। তারপর শ্বশুরবাড়ির কাছে একটা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসাবে যোগদানের পর শুরু হয় আর এক অধ্যায়। দুই-তৃতীয়াংশ ফসলের দাবিতে রাজশাহী নাচালের কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন ইলা মিত্র, বাংলার এথলিট কন্যা ইতিহাসের বুকে হয়ে ওঠেন তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী। দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখতেও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮-এ মা হওয়ার পর পুত্রসন্তানকে স্বামী রমেন ও শ্বাশুড়ি মায়ের তত্ত্বাবধানে রেখে ইলা মিত্র আবার বেরিয়ে পড়েন নাচালের গ্রামে গ্রামে। দেশভাগের পর নাচোল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। নাচালের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী।

অবিচল অবিরত প্রকাশ্য সমাবেশে

## সৌম্যশান্ত রিজওয়ান রক্ষিত

তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র হয়ে ওঠেন সাঁওতালদের ‘রানী মা’।



সাঁওতাল যুবতীদের পড়াশোনা করানোর দায়িত্ব নেন রানীমা ইলা মিত্র। আর তাঁর পাশাপাশি তেভাগা আন্দোলনে ঝড়ের বেগে বাড়তে থাকে আন্দোলনরত কৃষকদের সংখ্যা।

১৯৫০ সালে নাচোলে তেভাগা আন্দোলন এক সুবিশাল আকার ধারণা করে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রায় দুহাজার সেনা পাঠায় আন্দোলন দমন করতে। কিন্তু সেই সময়ে নাচোলের গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গ্রামবাসীর সাথে রানীমার সম্পর্ক এতটাই সুদৃঢ়, প্রথমে ৬০ জন স্থানীয়কে গ্রেফতার করলে তাঁরা রানীমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও অকথ্য পুলিশি অত্যাচারের মধ্যে দ্বিতীয় পথ বেছে নেয়। নিজেদের আন্দোলন, রাজনীতি ও নেত্রীর প্রতি এ এক ঐতিহাসিক আনুগত্যের উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় এই ঘটনা।

এই সময়েই সাঁওতাল সেজে পালাতে গিয়ে রহনপুরে ধরা পড়ে যান—ইলা। নাচোল এবং রাজশাহীতে অকথ্য, অবর্ণনীয় পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন ইলা। তাঁকে নগ্ন করে গণধর্ষণের মতো নারকীয় অত্যাচার চলে। কিন্তু তাতেও ইলার মুখ থেকে বের করা যায়নি একটিও শব্দ।

এই অকথ্য অত্যাচারে ইলা মিত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে প্যারোলে কলকাতা নিয়ে আসা হয় ইলা মিত্র-কে। দীর্ঘ ৮ মাস চিকিৎসার পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।

এরপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করে সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন ইলা মিত্র। পুরোপুরি ভাবে ভারতবাসী হলেও

তাঁকে কখনো ভুলে যায়নি বর্তমান বাংলাদেশের নাচোল।

১৯৯৬ সালে এক অনুষ্ঠানে ইনি নাচোলে গেলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এক লক্ষ সাঁওতাল কমিউনিটির মানুষ। ইতিহাসের পাতার মতই নাচোল মনে রেখেছে তাদের রানীমা-কে।

ইলা মিত্র ঈশ্বর ছিলেন না, হয়তো হতেও চাননি। যাটের দশক পরবর্তী ভারতবর্ষের বুকে বামপন্থীদের দ্বন্দ্ব ও দলভাগের সময় ইলা মিত্রের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সংশোধনবাদের পক্ষে যায়। তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে বিধায়ক ছিলেন। এবং শেষবার তিনি জিতেছিলেন কংগ্রেসের সমর্থনে। এই সময়কালীন তাঁর নানা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বারবার আলোচনা সমালোচনার বাইরে যায় না।

তবু ইলা মিত্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর জীবনব্যাপী ত্যাগের জন্য। নিজের জীবনকে তিনি যে ভাবে যাপন করেছিলেন শুধুমাত্র সেই জন্যই এই উপমহাদেশের বুকে তাঁকে বারবার স্মরণ করতে হবে আগামীতে।

ইলা মিত্র চলে গেছেন বছর ২০। ছাপ রেখে গেছেন তাঁর ফেলে যাওয়া ইতিহাসের। জন্ম ও মৃত্যুমােসে কমরেড ইলা মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা।

ঋণ স্বীকার : ফেমিনিজম ইন্ডিয়া, দ্যা হিন্দু, দ্যা বেঙ্গল ক্রনিকেল, নির্বাচনী তথ্য উইকিপিডিয়া থেকে।

## অন্য সংস্কৃতি

## খড়কুটো

### ধারাবাহিক উপন্যাস

### কাকলি ঘোষ

—গত সংখ্যার পর

—দিদি, তুমি এসে গেছো, বাঁচালে গো আমাদের, তোমাকে দেখলে মনে একটু শান্তি পাই। সনাতন বলে।

—তা দিদি, সঙ্গে দাদাবাবুকে তো আগে দেখিনি।

—উনি শঙ্খবাবু। আমাদের পাড়ায় থাকেন, আমার সঙ্গে উনিও তোমাদের কাছে আসতে ভালোবাসেন।

—বাঃ আমাদের তো চাঁদের হাট দিদিমণি। দিদিমণির সঙ্গে দাদাবাবুও পেলাম।

—আয় পল্টু, জিনিসগুলো ঘরে ঘরে দিয়ে আসি।

ওদের কাজ যখন প্রায় শেষ ক্লাবের ছেলেরা এসে পথ আটকাই।

—এই যে দিদিমণি, এখানে আপনাকে মাতব্বরী করতে কে বলেছে?

—তোমরা এখানে কেন? মুখে মাফ নেই কেন? এতগুলো ছেলে দল বেঁধে আছেই বা কেন? যাও সব বাড়ি যাও।

—আপনি কে বে? আপনার কথায় বাড়ি যাব। ফুটুন তো এখান থেকে।

—কী বললি দিদিকে? পল্টু এক চড় কষায় ছেলোটাকে।

পল্টুর সঙ্গে মারামারি শুরু হয়ে ষ্ট।

শঙ্খ নন্দিতাকে বলে—এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িও না, চল বাড়ি চল।

নন্দিতা রুখে দাঁড়ায়—বাড়ি যাব কেন? আমরা কী অন্যায় করেছি। তুমিই বা ওদের কিছু বলছো না কেন?

—আমরা দু’জন আছি। বেশি কিছু বললে যদি তোমার গায়ে হাত দেয়।

—দিক তো একবার। পল্টু রুখে দাঁড়ায়। ওদের চৌচামেচি শুনে বস্তির সবাই এসে পড়ে। ক্লাব ঘিরে ধরে। ছেলেগুলো ভয়ে পালায়।

সনাতন বলে—এরা সব ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়িতে থাকতে পারছে না এখানে এসে চ্যাংড়ামি করছে।

—দিদি, একটা কথা বলব? সনাতন একটু থেমে বলে।

—কী বলবে সনাতন? নন্দিতা ব্যাগদুটো ভাঁজ করতে করতে বলে।

—দিদি হাসপাতালের কাছাকাছি বুধনকে কোথাও দেখেছেন?

—বুধনকে? না তো।

—ও বরিয়্যার সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করেছে। বরিয়্যা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তাই না কি? বরিয়্যা কোথায়?

—ও তো রোজ আঁকিয়ে বাবুর বাড়ি কাজে যায়, আজও গেছে। সন্ধ্যা বেলায় ফিরবে।

—এখন তো কারোর বাড়ি যাওয়া বারন। যাচ্ছে কেন? শঙ্খ বলে।

—দাদাবাবু, সবাই কি নন্দিতা

দিদিমণি যে কাজ না করিয়ে টাকা দেবে। পেটের জন্য তো আমাদের এমনি করেই মরণবাঁপ দিতে হয়। সনাতন বলে।

পারুল এসে ওদের কাছে দাঁড়ায়—দিদি, আপনাকে কতদিন পরে দেখলাম, আজ আপনার ছুটি?

—হ্যাঁ গো পারুল, আজ ছুটি। তা বেলা মাসিকে দেখছি না। কোথায় আছে?

—ঘরেই আছে, এখন তো কাজ বন্ধ। ডাকব?

—না থাক। সন্ধ্যা হয়ে এল বাড়ি ফিরতে হবে, চলি গো। সাবধানে থাকবে সবাই।

নন্দিতা, শঙ্খ বাড়ির পথ ধরে। দু’জনে পাশাপাশি হেঁটে যায়। দু’জনের অনেক কথা জমে আছে, কিছু বলতে পারছে না। শঙ্খর বাড়ি আগে পড়ে।

—চলি, বলে শঙ্খ বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

গ্রীষ্মের রাত সেজে ওঠার আগেই শেষ হয়ে যায়, বারান্দায় বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল নন্দিতা। বাগানে ঝিঁঝিঁ পোকাদের কনসার্ট চলছে। বইটা বন্ধ করে নন্দিতা ঘরে চলে আসে। ফোনটা বেজে ওঠে—ওপারে শঙ্খ।

—এত রাতে? নন্দিতা ফোন ধরে বলে

—ঘুম আসছে না?

—কেন?

—তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

—বিকলেই তো দেখা হল।

—সব সময়ের জন্য দেখতে চাই। তুমি চাও না?

—আমি এখনও অতদূর ভাবিনি শঙ্খ। তুমিও ভেবো না। আমাকে যারা ভালোবাসে তারা বেশিদিন এ পৃথিবীতে থাকে না।

শঙ্খ হেসে ওঠে—নো প্রবলেম, তোমার হাতে মরেও সুখ।

—কী ফাজলামি হচ্ছে! যাও ঘুমিয়ে পড়।

নন্দিতা ফোন রেখে দেয়। মনটা এক উদাসী আনন্দে ভরে ওঠে। তবে কি শঙ্খ মনোজের জায়গাটা দখল করে নেবে? তারপরই ভাবে কেউ কি কারো জায়গা নিতে পারে? সবার মনের মধ্যে এক একটা চোরা কুঠুরি আছে, যার যে কুঠুরিতে থাকার কথা সে সেখানেই থাকে।

—দিদি, তুমি এসে গেছো, বাঁচালে গো আমাদের, তোমাকে দেখলে মনে একটু শান্তি পাই। সনাতন বলে।

—তা দিদি, সঙ্গে দাদাবাবুকে তো আগে দেখিনি।

—উনি শঙ্খবাবু। আমাদের পাড়ায় থাকেন, আমার সঙ্গে উনিও তোমাদের কাছে আসতে ভালোবাসেন।

—বাঃ আমাদের তো চাঁদের হাট দিদিমণি। দিদিমণির সঙ্গে দাদাবাবুও পেলাম।

—আয় পল্টু, জিনিসগুলো ঘরে ঘরে দিয়ে আসি।

(চলবে)

## নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে টানা ৪২

## দিনের প্রচার সুতপা দাসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ নভেম্বর : নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে টানা ৪২ দিন সচেতনামূলক প্রচার সেরে পূর্বস্থলীর রাজাপুর গ্রামের বাড়ি ফিরলেন সুতপা দাস। তিনি প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন। কালনা-১ ব্লকের বাঘনাপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এই শিক্ষিকা শান্তি প্রচার অভিযানে কার নিয়ে বেরিয়েছিলেন গত ৩০ সেপ্টেম্বর। সোনালী চতুর্ভুজ সড়ক ধরে তার ভ্রমণের কথা থাকলেও বেশ কিছু রাজ্যে এই সড়ক ছেড়ে ভিতরেও প্রবেশ

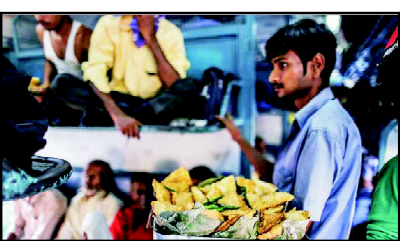


করেছেন। তার প্রচারের আওতায় পড়েছে ১৩টি রাজ্য, ৪টি মেট্রোপলিটন সিটি, ৯৫ টি মেগা সিটি ছাড়াও প্রচুর গ্রামেও তিনি প্রচার চালিয়েছেন। একমাত্র পশ্চিমবংলা ছাড়া তিনি বিভিন্ন রাজ্যে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছেন বলে জানান। তার পরবর্তী অভিযান কাশ্মীর লাদাখ হয়ে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

## রেল হকারদের দাবি নিয়ে খোলা চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি পাঠানো হয়। এই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৬০ হাজারেরও বেশি শ্রমজীবী মানুষ ট্রেনে হকারি করেন। ঠিক একই ভাবে রাজ্যের বেশ কিছু শ্রমজীবী মানুষ বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় টিকে থাকতে না পেরে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। রেলের জায়গায় কুড়ে ঘর তৈরি করে তাঁরা বসবাস করছেন। রেলের পক্ষ থেকে তাদের উচ্ছেদ করার বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মানুষের স্বার্থে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা রাজ্য



করা যাবে না। এবিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের উচ্ছেদের অপচেষ্টার বিপরীতে রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সঞ্জিত ব্যানার্জি বলেন, শীঘ্রই এই ব্যাপারে মহকুমা ও জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।



## নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষ্যে মার্কসীয় সাহিত্যের স্টল ছাত্রদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি এ বছরও জেলার তিন প্রান্ত বর্ধমান, কালনা, কাটোয়ায় ৭-১০ নভেম্বর পালন করলো মার্কসীয় সাহিত্যের বুক স্টল ‘লেনিন মাসে নভেম্বরে’। ৭ নভেম্বর বর্ধমান শহরে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক দীপ্তিা ধর। মার্কসবাদের বুনীয়াদি রচনা, সাহিত্যের পাশাপাশি নানান স্বাদের নানান

প্রকাশনীর বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি থেকে ছোটদের রূপকথার গল্প, ছড়া—সব ধরনেরই বই ছিল এই স্টলে। বর্ধমানে দুদিনের বুক স্টলে প্রথম দিন ৭ নভেম্বর সংগঠনের কর্মীরা একটি অল্প সময়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে, বিভিন্ন গান কবিতার পাশাপাশি উৎপল দণ্ডের ‘স্পেশাল ট্রেন’ নাটকটি পথনাটক রূপে উপস্থাপন করা হয়। সংগঠনের বক্তব্য অন্যান্য বারের থেকে এই বছর বইয়ের চাহিদা ও বিক্রি ছিল অনেকটাই বেশি। মাত্র ৩৬ ঘণ্টার এই স্টলে ৮০ হাজারের বেশি বই বিক্রি হয়েছে।

### অবৈধভাবে গরু পাচার মেমারিতে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১০ নভেম্বর : মেমারি চেকপোস্ট এলাকায় তিনটি গরু বোঝায় ট্রাক সহ তিন চালকে গ্রেপ্তার করে মেমারি থানার পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পায় অবৈধ ভাবে গরু বোঝায় করা তিনটি ট্রাক বিহারের দিক থেকে হুগলি জেলার পাড়ুয়ার হাটে যাচ্ছিল, সেই মোতাবেক মেমারি থানার পুলিশ জিটি রোডে চেকপোস্ট এলাকায় ট্রাক তিনটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায় তিনটি ট্রাকে মোট ৭৮টি গরু আছে। ট্রাকের চালকরা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে না পারায়



ট্রাক তিনটিকে আটক করে চালক তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত চালকদের নাম সুজিত কুমার, এম. ডি. সাবির ও বাবলু যাদব। পুলিশসূত্রে জানা যায় তিনজনের বাড়ি বিহার। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ সুনির্দিষ্টধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়। আদালত ধৃতদের ১৪ দিনের জেলহেফাজতের নির্দেশ দেন।

—প্রথম পাতার পর

### শ্রমিক-কৃষকের পদযাত্রা

এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রমিক নেতা সনজিৎ মুখার্জি। গলসী-১ নং এরিয়া কমিটির উচ্চ গ্রাম অঞ্চলে পদযাত্রার সূচনা করেন হারাধন ঘোষ ও দেলোয়ার হোসেন মণ্ডল। পদযাত্রা গলিগ্রাম থেকে শুরু করে মথুরাপুর, অনুরাগপুর, বনসুজাপুর, মৌনারা, কুতরকী হয়ে উচ্চগ্রামে দুপুরের খাবারের পর পুরোনদের হয়ে কোল কোলে শেষ হয়। মোট ২২-টি বুথ পরিক্রমা করে।

গলসী-২ ব্লক এলাকার খানো অঞ্চলে খানো চণ্ডীতলা থেকে বড়সোনা, খানো গ্রাম, ছেটিমুড়িয়া সন্ধ্যা ০৫ টা ৩০ মিনিটে জাঠা মিছিলের কর্মসূচি শেষ হয়। কৃষক নেতা সাহিফুল হক, নারগোপাল যশ, শেখ আতিয়ার রহমান, রফিকুল মোল্লা, খেতমজুর আন্দোলনের নেতা শান্তি দাস, শ্রমিক নেতা মুস্তাক হোসেন, নিখিলেশ দত্ত, মহিলা নেত্রী কাজী জেবুন্নেসা প্রমুখ নেতৃত্ব দেন।

পাকা সেতুর নির্মাণ, ১০০ দিনের কাজ চালু করা ও বকেয়া মজুরি মেটানো, কালনা-২ ব্লকের সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পদযাত্রা হয়। কুলেদহ গ্রামে এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল সিকদার। সেখান থেকে হাসপুকুর, খেলারমাঠ, দেবনাথপাড়া, পূর্ণলক্ষীতলা, রামকৃষ্ণপল্লী, আসামরোড, সাহাপুর গ্রামগুলি



পরিক্রমা করে। পদযাত্রায় পা মেলান অরুণাভ চক্রবর্তী, মহম্মদ শা, নবকুমার বাগ, স্বপন ব্যানার্জী, সরজু রায়, গৌতম হালদার, বাবুলাল বিশ্বাস, গৌতম দাস, আজিজ সেখ প্রমুখ।

আউগ্রামে দুটি পদযাত্রা হয় ১৩ নভেম্বর। দিগনগর-১ পঞ্চায়েত এলাকায় পদযাত্রা উদ্বোধন করেন গণআন্দোলনের নেতা সৈয়দ হোসেন। অপর পদযাত্রাটি হয় দেবশালা অঞ্চলের রাইকোনা, কৌঁচা কাঁকড়া, গোবিন্দপুর হয়ে বিলাসপুরে বিরতি হয়। এরপর জঙ্গলঘেরা রায়গঞ্জ হয়ে পদুমা গ্রামে পদযাত্রা শেষ হয়। নেতৃত্ব দেন সুরেন হেমব্রম, অলক রানা, কার্তিক কোণার প্রমুখ। দিগনগরের পদযাত্রায় ছিলেন আলমগীর মণ্ডল, সুশান্ত ঘোষ, গৌতম রায় প্রমুখ নেতৃত্ব।

### স্যান্ডউইচ আর্টিস্ট

সেই ছেলেটাকে লক্ষ্য করেছেন কোনোদিন? সেই যে, একটা নামকরা রেস্টোরাঁয় নম্বর দেওয়া টেবিলে টেবিলে মেনু ধরে ধরে অর্ডার সার্ভ করে ভদ্র-সভ্য-এটিকেট মেনে সর্বক্ষণের হাসিমুখ নিয়ে সুন্দর দেখতে ছেলেটা? কোনোদিন কোনো কারণেই কোনো কাস্টমারের দুর্যবহারে মুখের হাসি খোঁয়ায় না কক্ষনো যে ছেলেটি? খাওয়া-দাওয়া শেষে যাকে সামান্য টিপস্ দেন আপনারা? ভালো করে কখনো দেখেছেন তাকে? আর সবার মতো ওরও একটা পেছনের চালচিত্র আছে।

আমরা, মধ্যসত্ত্বভোগী জনমানুষেরা, চায়ের স্টল, আইসক্রিম পার্কার, রেস্টোরাঁয় ওয়েটারদের মনিষি বলে গণ্য করি না। খেতে পায় না, তাই এসব কাজ করে। এখন আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘ডেলিভারি বয়’ নামক কাজের জনেরা, সামান্য ক্রুটি পেলে যাদের হচ্ছে মতো বকা-বকা চড়-চাপটা দেওয়া তো যায়ই, এমনকি কোম্পানিকে কমপ্লেন করে ওর পেটের খিদে পর্যন্ত খেয়ে নেবার উদাহরণ কিন্তু আছে। আমাদের খিদে রান্ধুসে।

তো, যা বলছিলাম, ওই বেয়ারা বা ওয়েটাররা আমাদের মতোই খেতে খাওয়া মানুষজন। আমরা খাবারের হুকুম করি রাজা-বাদশার মতো, ওরা চাকরের মতো হুকুম তামিল করে। আমরা নিজেরাও কোথাও না কোথাও চাকরই। আমরা চাকরি করি। কিন্তু ইমিডিয়েট বস ছোটো নজরে দেখলে আমাদের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে, জোট বাঁধি কীভাবে ওই স্বৈরাচারীর অত্যাচার বন্ধ করতে পারি। কিন্তু এদের পায়ের তলার মাটির থেকে খিদের ওজন বেশি। চুপচাপ কথা শোনে, অসম্মানের উত্তরে অপ্রস্তুত হাসি ফেরত দেয়, হাত পেতে ভিখারির মতো টিপস্টাও নেয়। ওরা আমরা নই।

□

এক মালদার (মালদহের নয়) দম্পতি একমাত্র কিশোর ছেলেটিকে নিয়ে ডিনারে গেছেন। খাওয়া-দাওয়া চলছে। ছেলেটি বারংবার এটা সেটা



### রত্না রশীদ

চেয়ে নিতে ওয়েটারকে কাছে ডাকছে। ওয়েটার অর্ডার মতো সার্ভ করে যাচ্ছে।

মা : বাবু, এটা কী হচ্ছে? একবারে সব কিছু চেয়ে নিতে পারো না? বারংবার কেন ওয়েটারকে বিরক্ত করতে হচ্ছে?

মু : বিরক্ত কেন হবে। ইটস হিজ ডিউটি।

মা : ডিউটিটা ও একটু কম দৌড়াদৌড়ি করও করতে পারে তুমি যদি একটু বিবেচক হও।

মু : বুঝতে পারি না মা, কতোটা খেলে পেট ভরে যাবে। বেশি নিলে নষ্ট হবে বলে কম কম করে বারে বারে নিই। আর তাছাড়া একসঙ্গে বেশি খাবার নিলে, খেতে খেতে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

মা : এই অভ্যাসের জন্য তোমাকে একদিন অসুবিধে পড়তে হবে, পেনাল্টিও দিতে হতে পারে। এই পৃথিবী কখনোই তোমাকে তোমার চাহিদামতো জিনিস চাইবা মাত্র মনোমতো ভাবে সামনে এনে দেবে না। এখন টেবিলের এই পাশে তুমি সুবিধাজনক অবস্থানে আছো বলেই এ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে।

মু : কি করবো মা আমি তাহলে?

মা : নিজেকে একটু এ্যাডজাস্টেবল করবে, আপাতত এইটুকু। পরে, আরেকটু বড়ো হলে, ওই কাজটি নিজে করে বুঝে নেবে টেবিলের এপারের মানুষদের ব্যবহার-জেশচার তোমার কেমন লাগছে। জীবনে এই অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি, নইলে তুমি

বুঝবেই না যারা মুখ থেকে কথা খসা মাত্রে হুকুম তামিল করে তাদের সঙ্গে ঠিকঠাক কী ব্যবহার করতে হয়। বিপরীত দিকে থাকাটাও জরুরি।

মু : ঠিক বলছে। আমার সিনিয়ররা কেউ আইসক্রিম পার্কারে, কেউ রেস্টোরাঁয়, কেউ কারো হাউসহোল্ডে ঘণ্টা ধরে সার্ভ করে, মাইনেও পায় ঘণ্টা ধরে।

মা : খোঁজ নিয়ে দেখো, তাদের হয়তো কারো টাকার খুব দরকার নেই এবং কারো হয়তো বা খুবই প্রয়োজন। সবারই কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলো খুব মূল্যবান জীবনের সম্পদ। হাতে-নাতে-কাজে মনের জড়ত্ব দূর হয়ে যায়। এমনি তো বইতে পড়েইছো, কোনো কাজ ছোটো নয়, সব কাজ সম্মানজনক। তার ঠিকঠাক মানে এ কাজগুলোতে বুঝে নিতে হয়।

□

পাঁচ-ছয় বছর পর

হঠাৎ একটা হোয়াটস অ্যাপ কল—  
—আম্মা, বাবাকে বলে তোমার এ্যাকাউন্টে ১০০ ডলার গিফট পাঠালাম—আমার প্রথম রোজগার।

—সে কি রে? তুই... এখন তো পড়বি...এখনই রোজগার কিসের?

—আমাদের এখানে সবাই করে। বাবা-মায়ের ওপর চাপ দেবে কেন? আর এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স। আমি

তো কারো কোনো কাজে লাগছি।  
—তা ঠিক। কিন্তু পড়াশোনাটাও

মন দিয়ে করো।  
—এক-দুঘন্টা বাইরে কাজ করলে

পড়াশোনার অসুবিধে হবে কেন? আমি তো বাড়ির কাজও করি।  
—বেশ ভাই, বড়ো হও, মানুষের

কাজে লাগো।  
—আমার ডেজিগনেশন জানো,

এই দ্যাখো—  
(দেখলাম একটা সাপ্তাহিক পেমেন্ট

রিসিট)  
নাতির নাম ‘স্যান্ডউইচ আর্টিস্ট’

লিথিংস্টোন রোড  
স্ন্যাক্স পার্কার

ওয়েজস পার আওয়ার ৫ ডলার  
উইকলি পেমেন্ট।

## কয়লাখনি বাঁচানোর দাবি রানিগঞ্জের পদযাত্রায়

—প্রথম পাতার পর

গঠন করো’ দাবিতে আওয়াজ তুলে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর আস্থানে পদযাত্রায় পা মিলিয়েছেন বহু মানুষ।

বল্লভপুরের সন্ধ্যা বাড়ির এসে পদযাত্রায় হেঁটেছে নগ্ন পায়ে। পরিচারিকার কাজ করে। ছেলেকে নিয়ে থাকে। বাড়ি নেই। বারবার আবেদন করেও আবাস যোজনার ঘর পায়নি। নিজের বাড়ি ভেঙে গেছে। এখন ননদের বাড়িতে থাকে। তাঁর কথা, এই পঞ্চায়েতকে বদলাতেই হবে। পদযাত্রায় এবার পা মেলানো রানিগঞ্জ গালসি কলেজের ইতিহাসের

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী প্রিয়া ওরাং। কেন মিছিলে এসেছে জনতে চাইলেই একরাশ ফ্লোড নিয়ে বললো, শিক্ষক নিয়োগের উল্লীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি বিক্রি করেছে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করছে এই সরকার।

এদিনের পদযাত্রার মিছিল যতো এগিয়েছে ক্রমাগত মানুষের লাইন দীর্ঘ হয়েছে।

কয়লাখনি বেসরকারি মালিকানার হাতে তুলে দিতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কয়লাশ্রমিকরা ১১নাম্বার বেতনচুক্তির দাবিতে লড়াই

করছে। কয়লাখনিতে ঠিকাস্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। দাবি উঠছে তাদের সম্মানজনক মজুরি দিতে হবে। খনি বাঁচাতে কয়লাশ্রমিকরা লড়াই জারি রেখেছে। সেই লড়াইয়ে সমর্থন দিচ্ছে কৃষকসভা, খেতমজুর, ছাত্র, যুব, মহিলারা। পদযাত্রা যতো এগিয়েছে বাড়ির মহিলা সহ আবালবৃদ্ধবণিতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়ির বাইরে এসে মিছিলকে উৎসাহ দিয়েছেন।

কয়লাখনি রক্ষা করা, একশো দিনের কাজের দাবি, কাজ না পাওয়ার ফ্লোড—কারা দায়ী? সব কিছুর উত্তর হয়ে উত্তাল হয়েছে পদযাত্রা।

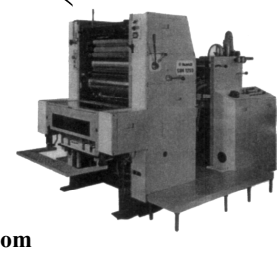
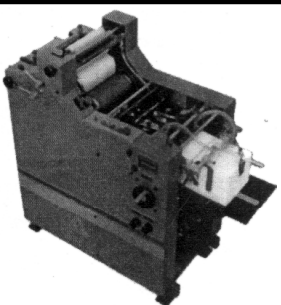
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

# সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক



সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ বা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ বা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা